প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা ও চাহিদা নিরূপণ কর্মশালায় দলীয় কাজ করছেন অংগ্রহণকারীগণ

প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা ও চাহিদা নিরূপণ কর্মশালায় দলীয় কাজ উপস্থাপন করছেন একজন অংগ্রহণকারী

'কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা'

দলীয় শিক্ষণ ও আনন্দদায়ক শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে

গণসাক্ষরতা অভিযান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের জন্য 'কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা' প্রশিক্ষণ আয়োজন করে আসছে। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষণ পরবর্তীকালে বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, গৃহীত পদক্ষেপের ফলাফলসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং এ প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নে সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে 'প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যালোচনা ও চাহিদা নিরুপণ' শীর্ষক কর্মশালা ২৮ জুন ২০১৫ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সারাদেশ থেকে পূর্বে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট ২৯ জন প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ পরবর্তীকালে বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে বিদ্যালয়ে পরিবর্তন ও ফলাফলসমূহ :

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ তৈরি, মূল্যবোধ গঠন ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- দলীয়ভাবে কাজ দেওয়ার ফলে শ্রেণির কাজে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় হয়েছে, সবার অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে ও দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্বলতা কমেছে।
- বাগান তৈরি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের ফলে শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের পরিবেশের উন্নয়ন ঘটেছে।
- আনন্দদায়ক শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে লেখাপড়ার উৎসাহ বেড়েছে।
- শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগতভাবে অর্জিত দক্ষতা ও বিদ্যালয়ের সার্বিক ফলাফল ভাল হয়েছে।
- খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আয়োজনের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতামূলক ও আনন্দদায়ক মনোভাব গড়ে উঠেছে।
- স্কুলে শিক্ষার্থী উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রতিযোগিমূলক কাজে অংশগ্রহণ বেড়েছে।

মিজানুর রহমান আখন্দ

'প্রাক-শৈশব যত্ন ও শিক্ষা বিষয়ে জ্ঞান ও প্রয়োগ দক্ষতা'

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের আগ্রহ এবং ভর্তির হার বেড়েছে

প্রাক-শৈশব যত্ন এবং শিক্ষা বিষয়ে সার্বিক কর্মসূচি বিস্তারে গণসাক্ষরতা অভিযান বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গণসাক্ষরতা অভিযান ২০১৩ থেকে ২০১৫ জুন পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থার প্রশিক্ষক, কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের 'প্রাক-শৈশব যত্ন ও শিক্ষা বিষয়ে জ্ঞান ও প্রয়োগ দক্ষতা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। উপর্যুক্ত বিষয়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও ফলাফল চিহ্নিতকরণ এবং প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একটি ফলোআপ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় বিভিন্ন সংস্থার ১৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীগণ দলীয় আলোচনার মাধ্যমে 'প্রাক-শৈশব যত্ন ও শিক্ষা বিষয়ে জ্ঞান ও প্রয়োগ দক্ষতা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ উত্তর গৃহীত যে সব পদক্ষেপ ও ফলাফল চিহ্নিত করেন, তা হলো:

- প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর প্রশিক্ষণার্থীরা নিয়মিতভাবে এসএমসি এবং অভিভাবক সভায় আলোচনা করেছেন। এর ফলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের আগ্রহ বেড়েছে এবং এ স্তরে ভর্তির হার বেড়েছে ।
- নিজ নিজ সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় খেলার এবং শিখন উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। স্কুল ঘর সুন্দর করে সাজানো হয়েছে ।
- কমিউনিটির উদ্যোগে এবং অর্থায়নে নতুন করে প্রি-স্কুল স্থাপন করা হয়েছে ।
- বিভিন্ন কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় করে অভিভাবক সভায় প্যারেন্টিং সেশন পরিচালনা করা হচ্ছে, যেখানে শিশুর সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় ।
- প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবারে প্রশিক্ষণের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং শিশুর বিকাশে তা কাজে লাগিয়েছেন।
- এসএমসি'র সঙ্গে আলোচনা করে বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিকল্পনায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে।

শাহ আলম

আলাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সকলের গর্বের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠছে

এসেড হবিগঞ্জ ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ উদ্যোগের ফলে বিদ্যালয়সমূহের কার্যক্রম ও পরিবেশ ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে। এরই মধ্যে কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। তেমনি একটি বিদ্যালয় হচ্ছে আলাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

এই বিদ্যালয়ে প্রতিদিন যথাসময়ে পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয়ে যথারীতি সমাপ্ত হয়। প্রতিদিন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং সমাবেশে শরীরচর্চা, শপথ বাক্য পাঠ, জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন, জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও বিভিন্ন নৈতিক আচরণ বিষয়ে আলোচনা হয়। বিদ্যালয়ে প্রতিদিনই কোনো না কোনো এসএমসি সদস্য দৈনিক কার্যক্রম বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে থাকেন। এসএমসি'র সভাপতি বিদ্যালয়ের প্রয়োজনের বিষয়ে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। প্রধান শিক্ষক সবসময়ই কী করলে বিদ্যালয়ের আরো উন্নতি করা যায় সে ভাবনায় নিমগ্ন থাকেন। শিক্ষকরা আন্তরিকতার সঙ্গে উপকরণসহ ক্লাসরুমে পাঠদান করে থাকেন। কোনো ছাত্র বা ছাত্রী অনুপস্থিত থাকলে শিক্ষক অন্য ছাত্রদের মাধ্যমে তার খবর নেন। যদি কেউ একাধিক দিন অনুপস্থিত থাকে তবে শিক্ষকগণ এসএমসি'র সদস্যদের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন।

ছাত্র-ছাত্রীরা দলীয় পদ্ধতিতে বসে আলোচনার মাধ্যমে শিখছে। শিক্ষকরা প্রতিটি দলে ঘুরে ঘুরে অংশগ্রহণ করে আলোচনাকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলছেন। বিদ্যালয়ে রয়েছে একটি শিশু কর্ণার। সেখানে ছড়া, কবিতা, শিশুতোষ গল্প, ছবি আঁকার বই, শিশুতোষ ম্যাগাজিন ইত্যাদি সংরক্ষিত আছে। শিশুরা অবসর পেলে এই কর্ণারে এসে সময় কাটায়।

সকলের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের সামনে গড়ে উঠা ফুলের বাগান বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষা

আলাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শরীরচর্চা করছে

কার্যক্রমও এই বিদ্যালয়ে সমান তালে চলছে। প্রতিটি ক্লাসরুমে ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা ছবি প্রদর্শিত আছে; যার সঙ্গে নিয়মিত নতুন নতুন ছবি যোগ হচ্ছে। প্রতিটি ক্লাসরুমের রয়েছে নির্দিষ্ট নাম। ক্লাসরুমের কোনায় রয়েছে ময়লা রাখার ঝুড়ি, যাতে সকলে ময়লা ফেলে। পুরো বিদ্যালয় প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রতিটি কক্ষে মনিষীসহ নানাবিধ বস্তু ও দর্শনীয় স্থানের ছবি শোভা পাচ্ছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও এসএমসি'র সদস্যরা শিক্ষা অফিস ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে ও সহায়তা নিয়ে সমৃদ্ধ করে তুলছেন বিদ্যালয়কে। এভাবে বিদ্যালয়টি দিন দিন এলাকার সকলের গর্বের প্রতীক হয়ে উঠছে। গোপায়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বিবেচনায় ২০১৪ সালের কর্মকাণ্ডের জন্য বিদ্যালয়টি ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মোঃ নজিবুর রহমান শ্রেষ্ঠ এসএমসি সভাপতি হিসেবে জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেছেন।

মোঃ রহমত আলী

কমিউনিটির উদ্যোগে নতুন প্রযুক্তিতে টিউবওয়েল স্থাপন

কমিউনিটির উদ্যোগে টিউবওয়েল স্থাপনের কাজ চলছে

নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুরে গারো, হাজং এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে গঠিত গোপালপুর গ্রাম। এ গ্রামের নামে গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় ১৮৪১ সনে। স্থানীয় উদ্যোগে দীর্ঘদিন চলার পর বিদ্যালয়টি সরকারিকরণ করা হলেও এর তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। ২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়টি ছিল ভগ্নদশায়। সমতল ভূমি থেকে ৩০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের উপরে বিদ্যালয়ের ভবনটি এক পর্যায়ে পরিত্যক্ত হয়। পরে কমিউনিটির অনেক চেষ্টার ফলে সরকারিভাবে আবার একটি ভবন নির্মিত হয়। ফলে ঐ এলাকার ছেলে-মেয়েরা আবার লেখাপড়ার স্বপ্ন দেখে।

পাহাড়ের উপর বিদ্যালয়টি স্থাপিত হওয়ায় সেখানে পানির অভাব ছিল। ৩০০ ফুট নিচে একটি কূপ থাকলেও খাওয়ার উপযোগী পানি ছিল না। ২০১৪ সালে এই বিদ্যালয়ে সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ উদ্যোগে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয় যেমন, মা-সমাবেশ, এসএমসি মিটিং, সামাজিক মূল্যায়ন কমিটি গঠন, প্রতিফলন সভা ইত্যাদি, যা ঐ এলাকার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে নিজস্ব উদ্যোগে পানির অভাব দূর করার জন্য এসএমসি, পিটিএ সদস্য এবং কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা সম্মিলিতভাবে ৩০০ ফুট উপরেই আধুনিক প্রযুক্তিতে টিউবওয়েল স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেন। এ কাজে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছে গ্রামবাসী। এসএমসি'র সভাপতি সুরুজ আলী ও প্রধান শিক্ষক নকুল চন্দ্র কর্মকার উক্ত টিউবওয়েলের নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন সহকারী শিক্ষক মিজানুর রহমান, নাজমুল হক, নাজনীন ইসলাম এবং ঝুমা সাহা। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি ও কমিউনিটির আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি দিন দিন অগ্রগতির পথে ধাবিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

নজরুল ইসলাম

জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলার জোড়খালী ইউনিয়নে দক্ষিণ খামারমাগুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ

১৬ জুন ২০১৫ তারিখে আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) ও গণসাক্ষারতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার জোড়খালী ইউনিয়নের দক্ষিণ খামারমাগুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় মা সমাবেশ। এ সমাবেশে বত্রিশ জন মা অংশগ্রহণ করেন। দক্ষিণ খামারমাগুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় মুখ্য আলোচক ছিলেন আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস)-এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হাই। এছাড়া সমাবেশে এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, ওয়াচ কমিটির সদস্য এবং অভিভাবকবৃন্দ বক্তব্য দেন। সভায় বক্তাগণ ঝরেপড়া রোধ, ভর্তি নিশ্চিতকরণ, অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে মায়েদের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মায়েরা সন্তানদের লেখাপড়ার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য সপ্তাহে কমপক্ষে একবার বিদ্যালয়ে যাবেন বলে অঙ্গীকার করেন। উপস্থিত আলোচক ও অতিথিবৃন্দ শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি ও শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

দক্ষিণ খামারমাগুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত মা সমাবেশে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

জোড়খালী ও ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের প্রায় চারশত শিক্ষার্থী অংশ নিল খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে

আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) ও গণসাক্ষারতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের বীর ঘোষেরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৪ জুন ২০১৫ তারিখে এবং জোড়খালী ইউনিয়নের বারইপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫ জুন ২০১৫ তারিখে বিদ্যালয়ভিত্তিক খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে এ দুটি ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ, অবিভাবক, স্থানীয় জনগণ অংশগ্রহণ করেন। খেলায় ২২টি ইভেন্টে দুইটি ইউনিয়নের মোট ৩৬টি স্কুলের প্রায় চারশত শিক্ষার্থী অংশ নেয়। খেলাধুলার মধ্যে ছিল বল নিক্ষেপ, মোরগলড়াই, সুন্দর হাতের লেখা ও রিডিং পড়া প্রতিযোগিতা, গান, নৃত্য ইত্যাদি। খেলা শেষে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের ফলে শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মনে করেন, খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্কুলে আনন্দ খুঁজে পেলে ঝরে পড়ার হার কমবে।

আবদুল হাই

মেহেরপুরের আমঝুপিতে সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

২০ মে ২০১৫ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক-এর যৌথ উদ্যোগে 'সিটেজেন রিপোর্ট কার্ড : প্রাথমিক শিক্ষা খাত ২০১৫ প্রাপ্ত তথ্য ও অভিজ্ঞতা' বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এস. এম. তৌফিকুজ্জামান, বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন। এ সভায় মউক-এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম স্বাগত বক্তব্য দেন। গবেষণার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর কার্যক্রম ব্যবস্থাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, এ বিষয়ক প্রতিবেদন ও তথ্য উপস্থাপন করেন অধ্যাপক আবু জায়েদ মোহাম্মদ। অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য মোঃ সুরাত আলী, মোঃ আঃ রকিব, মোঃ শহিদুল্লাহ ও মোঃ আজগর আলী মাস্টার, গন্ধরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ কিতাব আলী, দফরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাদ আহাম্মদ। সভায় প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বিভিন্ন সুপারিশসহ বিভিন্ন ইউনিয়নে এ ধরনের সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড বিষয়ে মতবিনিময় সভা করার সুপারিশ করা হয়।

মোনাখালী ইউনিয়নে আয়োজিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়

ভবানীপুরে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষার্থী

১৮ মে ২০১৫ তারিখে মুজিবনগর উপজেলার ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে বিভিন্ন ইভেন্টে মোনাখালী ইউনিয়নের ৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি'র সভাপতি মোঃ রকিবুল ইসলাম, প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আলাউদ্দিন। এ অনুষ্ঠানে বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সহশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করতে এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীসহ অভিভাবক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যগণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

লাবনী খাতুন, সাদ আহম্মদ

সিরাজগঞ্জে বিদ্যালয়ভিত্তিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিল তিনশ' জন শিক্ষার্থী

১৩ জুন ২০১৫ তারিখে এনডিপি সিরাজগঞ্জ ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ উদ্যোগে রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া ইউনিয়নের বাশুড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং কামারখন্দ উপজেলার ভদ্রঘাট ইউনিয়নে বৈদ্যদোগাছি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ইউনিয়নের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, এসএমসি, অভিভাবক, সাংবাদিক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহের মধ্যে ছিল এক পায়ে দৌড়, ব্যাঙ দৌড়, গান, নৃত্য, রিডিং পড়া ও রচনা প্রতিযোগিতা। দুইটি ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তিনশ' জন শিক্ষার্থী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রায় আটশত নারী-পুরুষ এই প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন। এর ফলে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ ও উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মনে অনুপ্রেণার সৃষ্টি হয়, যা ঝরে পড়া রোধে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

বিদ্যালয়ভিত্তিক খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়

কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে শিক্ষা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

১৮ জুন ২০১৫ তারিখে এনডিপি সিরাগঞ্জ ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ উদ্যোগে পাঙ্গাসী ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে শিক্ষা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন পাঙ্গাসী ইউপি চেয়ারম্যান আঃ ছালাম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য, শিক্ষক, এসএমসি, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি, ইউপি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা প্রতিনিধি। এ সভার প্রধান উদ্দেশ্য প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কমিউনিটির বিভিন্ন প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। এ সভায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে কমিউনিটির সকল স্তরের প্রতিনিধিদের অংশীদারিত্ব ও করণীয় বিষয়ে আলোচনা হয়। এ মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণের ফলে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গঠিত স্লিপ কমিটি, সামাজিক মূল্যায়ন কমিটি, এসএমসি'র দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হন এবং নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হন। এতে করে প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন।

আরিফুল ইসলাম

হবিগঞ্জে ১৫ হাজার শিক্ষার্থী একসাথে গেয়ে উঠে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'

২০১৩ সালে হবিগঞ্জে শুরু হয় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম। হবিগঞ্জের ৪টি ইউনিয়নে জনগণের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শিক্ষার উন্নয়নে হাতে নেওয়া হয় কিছু কার্যক্রম। স্থানীয় সমস্যা বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষক, এসএমসি ও জনগণ মিলে তৈরি করেন কার্যক্রম পরিকল্পনা। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে এগিয়ে যাচ্ছে ৪টি ইউনিয়নের ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষার মান। শিক্ষকগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে একই সময়ে শিশু সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সমাবেশে ১৫ হাজার শিশু প্রতিদিন একই সময়ে শরীরচর্চা, শপথ পাঠ, জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকাকে সালাম জানাচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষার্থী একই সময়ে গেয়ে উঠছে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। তারা দেশের প্রতি ভালোবাসা জানাচ্ছে। ৫০টি বিদ্যালয়ের শিশুরা এভাবেই গড়ে উঠছে দেশপ্রেমের মন্ত্র দিয়ে, যারা ভবিষ্যতে গড়ে তুলবে আমাদের এই সোনার বাংলাদেশ।

হবিগঞ্জ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জাতীয় সংগীত গাইছে- 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন বিষয়ক রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণে শিক্ষার মান উন্নয়নে অঙ্গীকার

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড হবিগঞ্জ-এর যৌথ আয়োজনে ১০ জুন ২০১৫ তারিখে হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার নিজামপুর ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএ, ইউপি সদস্য নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন বিষয়ক রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন নিজামপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি প্রফেসর আবিদুর রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন এ. এইচ. এম. রেজাউল করিম, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, হবিগঞ্জ। উক্ত সভায় ১৬ জন নারীসহ মোট ৩৪ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। এ রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণে আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য ও জনঅংশগ্রহণের ভূমিকা, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার উপায় ও সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব পুনরালোচনা এবং এ লক্ষ্যে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে সুশাসন নিশ্চিত করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। অংশগ্রহণকারীগণ অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন যে, নিজ নিজ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হবেন, যাতে করে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান আরো ভাল করা যায়।

মোঃ রহমত আলী

ভোলায় সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড: প্রাথমিক তথ্য খাত ২০১৫
প্রাপ্ত তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা

গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ আয়োজনে ভোলায় 'সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড: প্রাথমিক তথ্যখাত ২০১৫, প্রাপ্ত তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়' সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ ছাইয়াদুজ্জামান। ভেদুরিয়া ওয়াচ কমিটির সভাপতি মোঃ অলিউল্লাহ মাস্টারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি আলহাজ্ব আঃ রশিদ মাস্টার। মাল্টিমিডিয়ায় স্কুলের বিভিন্ন তথ্যচিত্র তুলে ধরেন গবেষক আবু জায়েদ মোহাম্মদ। তথ্যচিত্র নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন ব্যাংকের হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শাহে আলম, চরকালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি সদস্য, ওয়াচ কমিটির সদস্য ও সাংবাদিকরা অংশ নেন।

স্কুলভিত্তিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়

ভোলার চাঁচড়া ও ধলীগৌরনগরে
স্কুলভিত্তিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশ নিল দেড় হাজার শিক্ষার্থী

গ্রামীন জন উন্নয়ন সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ আয়োজনে ভোলার তজুমদ্দিন উপজেলার চাঁচড়া ও লালমোহন উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নে স্কুলভিত্তিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ধলীগৌরনগর ইউনিয়নে চতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মিজানুর রহমান। ওয়াচ কমিটির সভাপতি জিয়াউল হক মাস্টারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন নয়াভাংগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ওয়াজীউল্লাহ, চতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আঃ হাই, ধলীগৌরনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহমুদুল হক। খেলায় ২১টি ইভেন্টে ১৮টি স্কুলের আট শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এদিকে চাঁচড়া ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ। চাঁচড়া ওয়াচ কমিটির সভাপতি শামছুল হক মাস্টারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন চাঁচড়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আবু তাহের, জামাল মেম্বার, প্রধান শিক্ষক অরুন কান্তিশীল, ওয়াচ কমিটির সদস্য হারুন উর রশীদ প্রমুখ। খেলায় ২১টি ইভেন্টে ১৩টি স্কুলের সাত শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়। খেলার মধ্যে ছিল মোরগলড়াই, দৌড়, ব্যাঙলাফ, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য, যেমন খুশি তেমন সাজো ও সংগীতানুষ্ঠান। পরে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

হারুন উর রশীদ

আমিরপুর ইউনিয়নে সামাজিক নিরীক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর যৌথ আয়োজনে খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার আমিরপুর ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে ২৪ জুন ২০১৫ তারিখে সামাজিক নিরীক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, স্থানীয় সরকার পরিষদ প্রতিনিধি, অভিভাবক, স্থানীয় প্রশাসন প্রতিনিধিসহ মোট ৩৫ জন অংশগ্রহণ করেন। যার মধ্যে নারী প্রতিনিধি ছিলেন ৭ জন এবং পুরুষ প্রতিনিধি ২৮ জন। উক্ত ওরিয়েন্টেশনে সভাপতিত্ব করেন আমিরপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি লায়েক আলী। উক্ত সভায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মান উন্নয়ন ও বিদ্যালয় পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকলে সামাজিক নিরীক্ষা বাস্তবায়নে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বক্তাগণ বলেন, সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা প্রক্রিয়া আরো গতিশীল হবে। সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

ডুমুরিয়া উপজেলার সাহস ইউনিয়নের কুখিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত ভিডিওচিত্র প্রদর্শনী

মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার

৩ জুন ২০১৫ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর যৌথ আয়োজনে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সাহস ইউনিয়নের কুখিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার উপর নির্মিত ভিডিওচিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভিডিওচিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইউপি সদস্য মোঃ আবু আল জাদিদ। সাহস কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি সরদার মোজাফ্ফর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভিডিওচিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভায় এ বিষয়ের উপর আলোচনা করেন কুখিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি'র সভাপতি মোঃ এয়াকুব আলী এবং কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যবৃন্দ। তারা বলেন, আমরা ভিডিওচিত্রটিতে দেখলাম কীভাবে একটি বিদ্যালয়কে আদর্শ বিদ্যালয়ে রূপান্তর করা যায়। আমরা যদি বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে একটু আন্তরিকতার সাথে কাজ করি, তাহলে আমাদের বিদ্যালয়টিও একদিন আদর্শ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে। আমরা সে লক্ষ্যেই এগিয়ে যাব।

বনশ্রী ভান্ডারী

ফুলছড়ি ও সাঘাটা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সভা ও বাজেট প্রণয়ন

গণসাক্ষরতা অভিযান ও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ২১ জুন ২০১৫ তারিখে গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার ফুলছড়ি ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও পর্যালোচনা সভা ফুলছড়ি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সভাপতি মোঃ আব্দুর রহিম মিয়ার সভাপতিত্বে এবং ২২ জুন সাঘাটা ইউনিয়ন পরিষদের সভা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ আইয়ুব হোসেন মন্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উভয় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সাঘাটা ইউআরসি'র ইনস্ট্রাক্টর মোঃ আব্দুল বাকী সরকার। উভয় সভায় প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক, এসএমসি'র সভাপতি, পিটিএ সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় চলমান কাজের পর্যালোচনা করা হয় ও বার্ষিক ৭৫ হাজার টাকার বাজেট উপস্থাপন করা হয়। উপস্থিত সকলেই নিজ নিজ এলাকার বিদ্যালয়সমূহের পরিবেশ উন্নয়ন, শিক্ষার মান উন্নয়ন, ঝরেপড়া রোধ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে যথাযথ দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করেন।

কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন গাইবান্ধার সাঘাটা ইউআরসি'র ইনস্ট্রাক্টর আব্দুল বাকী সরকার

গাইবান্ধায় ফুলছড়ি ও গজারিয়া ইউনিয়নে কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ উদ্যোগে ২৪ জুন ২০১৫ তারিখে গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার ফুলছড়ি ইউনিয়নের পূর্বপারুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং ২৫ জুন ২০১৫ তারিখে গজারিয়া ইউনিয়নের বাউসি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় প্রতিটি ইউনিয়ন হতে ৫টি করে বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে এবং প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে শিক্ষক, এসএমসি সদস্য, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। ফুলছড়ি ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্বিক চিত্র তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন পূর্বপারুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক মোঃ জমশের আলী। সভায় গজারিয়া ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন বাউসি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছাঃ শাহিনা বেগম। এ সভায় কমিউনিটি নিরীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কে কী দায়িত্ব পালন করবে, এসএমসি, পিটিএ এবং স্লিপ কমিটি গঠন প্রক্রিয়া, দায়-দায়িত্ব বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়। এ দুটি সভায় ফুলছড়ি ও গজারিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি নিরীক্ষা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

ফরিদা ইয়াসমীন

ফারংপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটির সহায়তায় তৈরি হলো ফুলের বাগান, শহীদ মিনার ও মিনি চিড়িয়াখানা

সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ উদ্যোগে দুর্গাপুর ইউনিয়নের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে মা সমাবেশ, এসএমসি সভা, কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা, খেলাধুলা অনুষ্ঠান, শিক্ষকদের বিভিন্ন ট্রেনিং, বিদ্যালয়ে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ফারংপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি ঝরেপড়া রোধকল্পে অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করে এবং দুর্বল শিক্ষার্থীদের আলাদা করে বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। যার ফলস্বরূপ ২০১৪ সালে ৪২ জন সমাপনী পরীক্ষা দিয়ে ৭ জন A+ সহ ৪২ জনই পাশ করে। এ বিদ্যালয়টিতে কমিউনিটির উদ্যোগে একটি সুন্দর ফুলের বাগান, একটি শহীদ মিনার, একটি মিনি চিড়িয়াখানা নির্মাণ করা হয়। সকল শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএ এবং কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সমন্বয়ে এ সব উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হয়েছে। এ ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে বিদ্যালয়ের সঙ্গে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে।

নেত্রকোণার পূর্বধলায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও ক্রেস্ট প্রদান অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ও আলোচকবৃন্দ

নেত্রকোণার পূর্বধলায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ উদ্যোগে নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা উপজেলার হোগলা ও আগিয়া ইউনিয়নে ৮ ও ৯ জুন ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় ২০১৪ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ওয়াচ গ্রুপের সভাপতিত্বে ইউপি চেয়ারম্যান সানোয়ার হোসেন চৌধুরী, ইসলাম উদ্দিন সরকার এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার সামসুর রহমান ও জালাল উদ্দিন অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে এসএমসি, পিটিএ এবং ওয়াচ গ্রুপ সদস্য, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীসহ দুই শতাধিক লোকের উপস্থিতে বৃত্তি প্রাপ্ত ১৪ জন শিক্ষার্থীর হাতে ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। ওয়াচ গ্রুপের পক্ষ থেকে কৃতী শিক্ষার্থীর মায়েদেরকেও সম্মাননা পুরস্কার এবং অতিথিবৃন্দকে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে সেরা'র নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মজিবুর রহমান বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যেই এই আয়োজন। অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, এ ধরনের কার্যক্রম সত্যিকার অর্থেই সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

মোঃ রফিকুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম

মেহেরপুরে ওয়াচ গ্রুপের পক্ষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা তুলে ধরে দাবিনামা পেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ও আমদহ ইউনিয়নের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়ে ২৩ জুন ২০১৫ তারিখে আমঝুপি ও আমদহ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পক্ষ থেকে দাবিনামা পেশ করা হয়। মেহেরপুর সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান রোমানা আহম্মেদের কাছে দাবিনামা পেশ করেন আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমান। এ সময়ে আরো উপস্থিত ছিলেন ওয়াচ কমিটির সহ-সভাপতি হাজী মোঃ আব্দুল হান্নান মাস্টার ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্য আব্দুর রকিব, মোঃ আব্দুর রহিম, মোঃ হাফিজুর রহমান, মকলেছুর রহমান ও রুহুল আমীন। দাবিনামাতে আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা, হিজুলী, আমঝুপি উত্তরপাড়া, ময়ামারি ও কোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগসহ উক্ত বিদ্যালয়গুলোতে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের দাবি জানানো

বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানের দাবিনামা গ্রহণ করছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান রোমানা আহম্মেদ

হয়েছে। মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রোমানা আহম্মেদ উপজেলা পরিষদের মাসিক সমন্বয় সভায় এ বিষয়গুলো উত্থাপনসহ পর্যায়ক্রমে এ সকল সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস প্রদান করেন ।

সাদ আহাম্মদ

ঝাউবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বঙ্গমাতা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে পাঁচবার ও উপজেলা পর্যায়ে একবার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় নির্বাচিত

মেহেরপুর জেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ২৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ঝাউবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ২০১৩ ও ২০১৪ সালে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় নির্বাচিত হয়েছে।

আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের একটি গ্রাম ঝাউবাড়িয়া। এই গ্রামের নামেই বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয়েছে ঝাউবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯২৫ সালে এলাকার দানশীল ব্যক্তি ময়েজউদ্দিন বিশ্বাস, আয়েজউদ্দিন, কলিমউদ্দিন সহ এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের উদ্যোগে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩১৫ জন, শিক্ষক ৮ জন, প্যারা-শিক্ষক ১ জন, আয়া ১ জন। এখানে শিশু শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। এ বিদ্যালয়ের ভবন ৩টি। প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯টায় সমাবেশ, জাতীয় সংগীত পরিবেশন, শপথ পাঠ ও শরীর চর্চার মধ্যে দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। একনাগাড়ে চলে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত।

এ বিদ্যালয়ের পূর্বের অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। ২০১০ সালে উন্নয়নের হাল ধরেন প্রধান শিক্ষক মোঃ মতিয়ার রহমান। সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মোঃ মসলেম উদ্দিন। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, এসএমসি, স্থানীয় অভিভাবক ও শিক্ষকমণ্ডলীর সহায়তায় ২০১২ সাল থেকে বিদ্যালয়টির পরিবেশ ও শিক্ষার মান আবার উর্ধ্বমুখী হতে থাকে। এ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা টয়লেট স্থাপন, পাঠাগার স্থাপন, খেলাধুলার সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ আনন্দায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন। বিদ্যালয়ে নিয়মিত সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী যেমন ক্রীড়া অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, হাতের লেখা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এখানে প্রতি ৩ মাস পরপর মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবেশে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া শিক্ষক, এসএমসি ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগণ নিজ নিজ এলাকায় মায়েদের নিয়ে উঠান বৈঠক করেন। এতে করে ২০১৪ সালে বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকায় শতভাগ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। ২০১৪ সালে সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার ছিল ৯৮% ভাগ। A+ পেয়েছে

ঝাউবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণি পরিদর্শন করছেন প্রধান শিক্ষক মোঃ মতিয়ার রহমান

৬ জন শিক্ষার্থী। বিদ্যালয়টিতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, এসএমসি ও এলাকাবাসী যৌথভাবে ১টি ফুলের বাগান করেছে। এছাড়া ১ জন প্যারা-শিক্ষক ও ১ জন আয়া নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যালয়টি বঙ্গমাতা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে পাঁচবার ও উপজেলা পর্যায়ে একবার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। বিদ্যালয়টিতে বছরের শুরুতে তৈরি করা হয় বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী সারা বছর বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলে। এ বিদ্যালয়ে একটি স্টুডেন্ট কাউন্সিল আছে। এর সদস্যরা বছরব্যাপী বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে শিক্ষকদের সহায়তা করে থাকে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ অভ্যাস গড়ে তোলা হয়েছে। ইতোমধ্যে কমিউনিটি, এসএমসি ও ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে শ্রেণিকক্ষগুলো শিক্ষা সহায়ক উপকরণ দিয়ে সাজানোসহ মনিষীদের নামে নামকরণ করা হয়েছে।

এ সকল উদ্যোগের ফলে বিদ্যালয়ে শিখনবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। একই প্রচেষ্টায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও এসএমসি'র আন্তরিক চেষ্টায় অভিভাবকরা সচেতন হয়ে উঠেছেন। আশা করা যায়, এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে আরো সাফল্য অর্জন করবে। এ ব্যাপারে এসএমসি ও শিক্ষকগণ সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

লাবনী খাতুন

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখায় স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক দিলীপ কুমার বণিক (উপ-সচিব)-এর হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক সাবিনা আলম

নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার হোগলা ইউনিয়নের পূর্বপাটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ অভিযানে শিক্ষার্থীরা

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে অবদান রাখায় সম্মাননা প্রদান

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড যৌথ উদ্যোগে ২০১৩ সাল থেকে হবিগঞ্জ জেলায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকাভুক্ত চারটি ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় যথেষ্ট ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, যা সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানাভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে অবদান রাখায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়েছে।

সম্প্রতি জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের আওতায় এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। এসেড হবিগঞ্জ-এর প্রেসিডেন্ট এডভোকেট মোঃ ইলিয়াছ মিয়ার সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক সাবিনা আলম, বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগ, হবিগঞ্জ-এর উপ-পরিচালক দিলীপ কুমার বণিক ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ সাজ্জাদ হোসেন।

হবিগঞ্জের চারটি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকার শ্রেষ্ঠ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, এসএমসি'র সভাপতি, কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের সদস্য ও সভাপতিদের মাঝে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়াও হবিগঞ্জের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম এলাকায় জনঅংশগ্রহণে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ব্যক্তিগত আন্তরিক সহযোগিতা ও অব্যাহত প্রচেষ্টার জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, হবিগঞ্জ-এর উপ-পরিচালক দিলীপ কুমার বণিক এবং নবাগত জেলা প্রশাসক সাবিনা আলমকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

মোঃ রহমত আলী

পূর্বপাটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ অভিযান

গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেরা যৌথভাবে নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলায় আগিয়া ও হোগলা ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এ কাজের ধারাহিকতায় সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযান কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুদের মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের ফলে বিদ্যালয় পরিচালনায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ নিজেদের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের ছোট ছোট সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধানের চেষ্টা করছে।

হোগলা ইউনিয়নের পূর্বপাটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারপাশে কোনো গাছ নেই। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বুঝতে পারেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য যেমন গাছ প্রয়োজন, তেমনি বিদ্যালয়ে শিখনবান্ধব পরিবেশ গড়তে হলে গাছ লাগানো প্রয়োজন। তাই পূর্বপাটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, এসএমসি এবং কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা নিজেদের উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ও এর চারধারে ফলদ ও বনজ বৃক্ষের চারা রোপণ করেন।

এর পাশাপাশি কমিউনিটির উদ্যোগে গাছগুলো পরিচর্যার জন্য স্কুলের মাঠে গরু, ছাগল চড়ানো থেকে সকলেই বিরত থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণের কথা শুনে বিদ্যালয়ের আশেপাশের অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও গাছের চারা রোপণ করার আগ্রহ প্রকাশ করে।

মোঃ মাজহারুল ইসলাম মানিক

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার 'প্রয়াস' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৮১৪২০২৪-৫, ৯১৩০৪২৭
ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২, ৫৮১৫৭৯৭১
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org